শরণখোলায় জমিজমা বিরোধে বাড়িতে হামলা-ভাঙচুর, গ্রেপ্তার ২, সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার

বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলায় দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা দায়ের হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠিয়েছে। বাগেরহাটের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাছান চৌধুরী মঙ্গলবার রাতে এক প্রেস ব্রিফিং এ এই তথ্য জানান।

তিনি বলেন, শরণখোলা উপজেলার ধানসাগর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের রতিয়া রাজাপুর গ্রামের রবিন ঢালী (৪৫) ও তার প্রতিবেশী কয়া রাজাপুর গ্রামের মোঃ সোবহান হাওলাদার (৬০)-এর মধ্যে পূর্ব থেকেই জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছিল। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে একাধিকবার সালিশ বৈঠক হলেও বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। এ নিয়ে আদালতেও একটি দেওয়ানি মামলা চলমান রয়েছে।

এরই জেরে গত ৪ মে দুপুর আনুমানিক ১২টা ৩০ মিনিটের দিকে সোবহান হাওলাদার তার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রবিন ঢালীর বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সময় হামলাকারীরা রবিন ঢালীর টিনশেড বসতবাড়ির কিছু অংশ ভাঙচুর করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এ ঘটনায় রবিন ঢালী বাদী হয়ে সোবহান হাওলাদারসহ ২৬ জনের নাম উল্লেখ এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২৫ থেকে ৩০ জনকে আসামি করে শরণখোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে শরণখোলা থানায় আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইনের ১৫ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে শরণখোলা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। পরবর্তীতে পুলিশ সুপার, বাগেরহাট এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ জানায়, ইতোমধ্যে অভিযান চালিয়ে এজাহারভুক্ত দুই আসামিকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সুপার, ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিন্নভাবে প্রচার করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জের ধরে সংঘটিত ঘটনা। এ বিষয়ে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো থেকে বিরত থেকে সঠিক তথ্য প্রচার এবং অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সহযোগিতা করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।